স্কুল অ্যাকোলেড্‌'স

৫ম শ্রেণি

বিষয় : বাংলা

৩য় সাময়িক পরীক্ষার ওয়ার্কশীট

৪র্থ সপ্তাহ (১৪ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১)

'স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন'

প্রশ্নগুলোর

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঢাকার নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, ব্যারাক ও আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে সেসব এলাকার বাসিন্দাদের। সেই সঙ্গে হত্যা করতে থাকে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য ব্যক্তিদের। এ রাতেই হত্যা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, জ্যোতিরময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবকে । ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মুক্তিকামী সংবাদপত্র অফিসগুলোও পুড়িয়ে দেয়। তারা লেখক-সাংবাদিক শহিদ সাবের ও মেহেরুন্নেসাকে হত্যা করে।

খ. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।

উত্তর : রাজাকার আলবদর: ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা এদেশে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য ব্যক্তিদের হত্যা করার জন্য নীলনকশা তৈরি করে। সেই নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য এদেশেরই কিছু পাষণ্ড নরপশুকে দিয়ে গঠন করে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী।
তাদের কর্মকাণ্ড : পাকিস্তানি সেনারা এদেশের সব রাস্তাঘাট ভালোভাবে চিনত না। রাজাকার ও আলবদর বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের তা চিনতে সহযোগিতা করে। তারা এদেশের মানুষদের হত্যা করতে সহায়তা করে। পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে তারাও এদেশের মেধাবী, বরেণ্য, আলোকিত ব্যক্তিসহ নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করতে মেতে ওঠে। রাজাকার আলবদররা পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগিতা না করলে তারা বাঙালির এ বড় ক্ষতি করতে পারত না। রাজাকার-আলবদররা এদেশের সঙ্গে বেইমানি করেছে, তারা বিশ্বাসঘাতক।

গ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

উত্তর : শহিদ বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শত্রুসেনারা ৮৫ বছর বয়সের এই ব্যক্তিকে কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালির গর্ব।

ঘ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর: শহিদ সাবের ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা এদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদপত্র অফিসগুলোতেও আগুন দেয়। রাতে তারা দৈনিক "সংবাদ অফিসে আগুন দেয়। শহিদ সাবের রাতে অফিসেই ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি আগুনে পুড়ে শহিদ হন।

ঙ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

উত্তর : এদেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সপে দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত 'দানবীর বলে। রণদাপ্রসাদ সাহা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে শহিদ হন।

চ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে লিখি।
উত্তর : দুজন শহিদ সাংবাদিক হলেন : শহিদ সাবের ও মেহেরুন্নেসা। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে এদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদপত্র অফিসগুলো আক্রান্ত হয় পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা। প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা দৈনিক সংবাদ' অফিসে আগুন দেয়। লেখক ও সাংবাদিক শহিদ সাবের ঐ রাতে অফিসেই ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় সংবাদ অফিসে তিনি পুড়ে মারা যান। ঐ রাতেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে শহিদ হন কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা।
ছ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?
উত্তর : বুদ্ধিজীবীরা জাতির বিবেক। তাঁরা দেশের সবচেয়ে মেধাবী, বরেণ্য ও আলোকিত মানুষ। তাঁরা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দীর্ঘ নয় মাস ধরে অন্যান্য বাঙালির সঙ্গে এসব বুদ্ধিজীবীকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। গোবিন্দচন্দ্র দেব, শহিদ সাবের, মুনীর চৌধুরীসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তাঁরা সারা জীবন চেষ্টা করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন। এ কারণে আমরা চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব।

জ. কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন
উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এ দিনটিকে পালন করার কারণ : ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মেধাবী, বরেণ্য আলোকিত মানুষদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। যখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখন তারা সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে। সে কারণে পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য , গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ, লেখক-সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনসহ বহু বরেণ্য বাঙালিকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এ হত্যার ফলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাঁদের স্মরণে তাই প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়।

ঝ. আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?
উত্তর : শহিদরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন স্বাধীনতা। এ ঋণ এ দেশের প্রত্যেক মানুষের। এ দেশকে ভালোবেসে, দেশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং দেশের মানুষের কল্যাণের ও দেশের উন্নতির জন্য কাজ করলেই তাঁদের ঋণ কিছুটা শোধ করা যায়।
‘স্বদেশ ‘

প্রশ্ন উত্তর :
ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?
উত্তর : নদী, নদীর জোয়ার, নদীতে সারে সারে নৌকা বাধা আছে- গ্রামবাংলার এই ছবিটি আমাদের চেনা।
খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?
উত্তর : নদী, নদীর জোয়ার, নদীতে সারে সারে নৌকা বাঁধা, একটি ছেলের আপন মনে নদীর ধারে বসে থাকা আর নদীর এক তীরে একটি জারুল গাছে দুটি হলুদ পাখির বসে থাকা- এসব নিয়ে গ্রামবাংলার যে ছবি তা টাকা দিয়ে কেনা যায় না।
গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?
উত্তর : অন্তহীন মাঠ, নানা কাজের নানান বেশের মানুষ, মাঠের মানুষের মাঠে যাওয়া আর হাটের মানুষের হাটে যাওয়া দেখে ছেলেটির সারাটি দিন কাটে।
ঘ. সব মিলে এক ছবি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : প্রকৃতি ও জনজীবন নিয়ে আমাদের দেশের যে ছবি সেটিকে কবি ''সব মিলে এক ছবি' বলেছেন। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এই নদীতে জোয়ার আসে, নদীর ঘাটে সারে সারে নৌকা বাঁধা থাকে। নদীর দুই তীরে নানা রকম গাছপালা। সে গাছে সারা দিন পাখিরা ডাকে। এ দেশে রয়েছে দিগন্তজোড়া মাঠ । নানান কাজের নানান বেশের মানুষ বাস করে এই দেশে । এই বাড়ি, বাগান মাঠ, ফসল,পাখপাখালি মিলে যে ছবি সেটিকে কবি ‘ সব মিলে এক ছবি বলেছেন ।

SCHOOL ACCOLADES

Standard-Five

Worksheet for week-4(3rd Term): 15th - 20th September -2021

<u>Subject: English</u>

C.W & H.W for the week:

- Model question -2,3
- Letter writing
- Question Answer
- Revision of unit 1-8

<u>Islam & Moral Education</u>

Day-1

Fill in the blanks

A Muslim will live in this world with this________that Allah is the _______ of all things.Whatever is in the possession of _____________ on earth is a______ from ______.I am not the owner of _________, nor even my own body._________ is a trust of_________. I have been given some ______ to _______ from the _______ 0f which I am a ________.It is my duty to _____ from this teust as per the ______ of Allah.A day will come when Allah will _____ this ______ from me. I am _______ to give an account of ______ on that day.

Broad question

(1, 2, 5, 7, 8)

Day-2

Chapter-2 (IBADAT)

C.W-Reading page no-22, 23, 24, 25

H.W-Schedule of Salat page no-27

H.W-Practical Duas page no-52

<u>Subject: Bangladesh & Global Studies</u>

Chapter:-02(British Rule)

DAY 1 :

Chapter:-(3.1-3.2) Reading , Exercise, Worksheet, Q/A , F/B.

DAY 2 :

Chapter:- (3.3-3.4) Reading , Exercise, Worksheet, Q/A , F/B.